09 OCT 2008
পৃষ্ঠা - ১৬ কলাম - ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

কোটা পদ্ধতির সংস্কার ছাড়া শতভাগ নির্ভুল ফল অসম্ভব

সংবাদ সম্মেলনে পিএসসি চেয়ারম্যান

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

সাতাশতম বিসিএস পরীক্ষায় বাদ পড়া কিছু প্রার্থীর ক্ষোভকে স্বাভাবিক বলে মনে করছেন সরকারি কর্মকমিশনের ((পিএসসি) চেয়ারম্যান ড. সা'দত হুসাইন। গতকাল বুধবার কমিশনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমরা একশ' ভাগ নিষ্ঠা ও সততা নিয়ে কাজ করেছি। আমি মনে করি ফল ৯৯ ভাগই শুদ্ধ হয়েছে। হয়ত কোটা পদ্ধতির জটিলতার কারণে এক ভাগ ভুল থেকে যেতে পারে। আসলে কোটা পদ্ধতির সংস্কার করা না হলে একশ' ভাগ নির্ভুল ফল বের করা মানবীয়ভাবে অসম্ভব একটি কাজ। তাই কোটা পদ্ধতি আরও সরলীকরণ করতে কমিশন ইতিমধ্যে সরকারের কাছে জোরালোভাবে সুপারিশ করেছে।

পিএসসি চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন, আমরা জানতাম (১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

কোটা পদ্ধতির

(১৬শ পৃঃ পর)

যারা সুযোগ পাবে না তারা ক্ষোভ প্রকাশ করবে। ফল প্রকাশের আগে কেউ কিছু বলেনি। এখন যারা বাদ পড়েছে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করছে। এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। কোটা পদ্ধতির জন্য অনেক ভাল রেজাল্ট করা প্রার্থীও বাদ পড়েছে অকপটে একথা স্বীকার করে তিনি যাদের বয়স আছে তাদেরকে ২৮তম বিসিএসের জন্য ভালো করে [illegible] করার অনুরোধ জানান।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ফল প্রকাশ করা হয়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে ৩ হাজার ২৩৯ জনকে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে পিএসসি। এর মধ্যে ২৪১৭ জন পুরুষ এবং ৮২২ জন নারী। অনিয়মের অভিযোগে এ বিসিএসের আগেরবারের মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করে পিএসসি। ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, আগেরবার উত্তীর্ণ কিছু শিক্ষার্থী এবার বাদ পড়েছে। এসব শিক্ষার্থীর একটি অংশ কিছুদিন ধরে সংবাদ সম্মেলন, অনশনসহ বিভিন্নভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। এ বিক্ষোভের জবাবেই মূলত পিএসসি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বাদ দেয়ার অভিযোগ সম্পর্কে পিএসসি চেয়ারম্যান বলেন, আমি নিজেই একজন মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং এরকম ধারণা করা অস্বাভাবিক। তাছাড়া গতবারের চেয়ে এবার মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পাসও করেছে বেশি এবং চাকরির জন্য সুপারিশও বেশি করা হয়েছে। সুতরাং এ অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। মৌখিক পরীক্ষায় খারাপ করার কারণে হয়তো কিছু মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বাদ পড়েছে। কিন্তু তার জায়গাটা পূরণ হয়েছে অন্য মুক্তিযোদ্ধার সন্তান দিয়ে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ২৭তম রীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ও পিএসসি সদস্য এ য়াই এম মোশাররফ হোসাইন বলেন, পরীক্ষায় পুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলেও শূন্য পদের খ্যা সীমিত থাকায় সবাইকে নিয়োগের জন্য পারিশ করা হয়নি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় এটাই স্বাভাবিক।

সংবাদ সম্মেলনে ২৮তম পরীক্ষা কমিটির প্রধান পিএসসি সদস্য অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবিদুর রেজা খান, পিএসসি সচিব আব্দুস সাত্তারসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ২৭তম বিসিএসে বাদ পড়া পরীক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে, বাদ পড়ার প্রতিবাদে তারা আজ বৃহস্পতিবার সকাল এগারটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন করবে।